প্রথম আলো

তারিখ ২5 MAY 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সারা দেশের বিদ্যালয় পরিদর্শন

দুই বছরেও দায়িত্ব পালন করেননি সংসদীয় কমিটির আট সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দুই বছর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কমিটির সদস্যরা সারা দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। গতকাল মঙ্গলবার ২৫তম বৈঠকে এসে জানা গেছে, একজন মাত্র সদস্য কাজ শেষ করেছেন। বাকি আট সদস্য কোনো কাজই করেননি।

সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা শেষে কমিটি সদস্যদের নতুন করে কাজ শুরু করার তাগিদ দিয়েছে। গতকাল সংসদ ভবনে কমিটির এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের কার্যপত্র থেকে জানা যায়, ২০১৪ সালে সংসদীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে সারা দেশের বিদ্যালয় পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেন রংপুর বিভাগ; সদস্য সামশুল হক চৌধুরী চট্টগ্রাম বিভাগ; আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন বরিশাল বিভাগের বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর; আবদুর রহমান খুলনা বিভাগ; নজরুল ইসলাম বাবু ফরিদপুর ব্যতীত বৃহত্তর ঢাকা; আবুল কালাম রাজশাহী বিভাগ; আলী আজম বরিশাল বিভাগের ভোলা ও বরগুনা; মোহাম্মদ ইলিয়াছ সিলেট বিভাগ এবং উম্মে রাজিয়া কাজলকে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বৈঠক সূত্র জানায়, একমাত্র জাহাঙ্গীর হোসাইন ছাড়া বাকি সদস্যদের কেউই বিদ্যালয় পরিদর্শন করেননি। জাহাঙ্গীর হোসাইনের প্রতিবেদনটি প্রায় এক বছর আগে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু গতকাল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রালয় বলেছে, তারা কোনো প্রতিবেদন পায়নি। এ সময় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কমিটির সচিব রেজা-ই-করিম মন্ত্রালয় থেকে কমিটির প্রতিবেদনটি গ্রহণ করার প্রমাণপত্র উপস্থাপন করেন। এই পর্যায়ে মন্ত্রালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদ দুঃখ প্রকাশ করে কমিটির আগামী বৈঠকে প্রতিবেদনটির বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে জানাবেন বলে কথা দেন।

এ বিষয়ে জানতে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেনকে পাওয়া যায়নি। মুঠোফোনে খুদে বার্তা পাঠিয়েও কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

কমিটির সদস্য মোহাম্মদ ইলিয়াছ *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর বাড়ি কক্সবাজারে। কিন্তু তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিলেটের। সে জন্য তিনি কাজ করতে পারেননি। তিনি আরও বলেন, একজন ছাড়া বাকিদের কেউ কাজ করেননি।

বরিশাল বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে জাহাঙ্গীর হোসাইন *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর পরিদর্শনে দেখা গেছে, বেশির ভাগ বিদ্যালয়ের ভূসম্পত্তি নিয়ে জটিলতা আছে। এমনকি অনেক বিদ্যালয়ের জমির দলিলও নেই। অন্যরা জমির মালিকানা দাবি করছেন। প্রতিবেদনে সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমির দলিল-দস্তাবেজ হালনাগাদ করার জন্য মন্ত্রণালয়ে আলাদা একটি বিভাগ খোলার সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে মহাসড়কের পাশে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলোতে সীমানাপ্রাচীর দিতে বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রতিটি বিদ্যালয় মাসে অন্তত একবার পরিদর্শন করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে এসব কর্মকর্তা ছয় মাসেও একবার পরিদর্শনে যান না। ঝরে পড়া রোধে উঠান বৈঠক করার কথা থাকলেও কোনো কর্মকর্তাই তা করেন না।

বৈঠক সূত্র আরও জানায়, মন্ত্রণালয়ের ল্যাপটপ কেনায় ১০ কোটি টাকার অনিয়ম হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য এক বছরের বেশি সময় আগে কমিটির দশম বৈঠকে একটি উপকমিটি করা হয়। কিন্তু সেই কমিটি এখনো কাজ শুরু করেনি।

এ ছাড়া গতকালের বৈঠকে কমিটি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য পৃথকভাবে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সুপারিশ করেছে।

কমিটির সভাপতি মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানসহ আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন, সামশুল হক চৌধুরী, উম্মে রাজিয়া এবং মন্ত্রণালয় ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তারা অংশ নেন।